NOV. 27 2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সম্পূর্ণ পারপন্থা

বাকৃবিতে সহিংস ছাত্ররাজনীতি

# স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত ১৩ ছাত্রের রক্তে ক্যাম্পাস রঞ্জিত

দীন মোহাম্মদ দীনু, বা.কৃ.বি. থেকে : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বর বারবার রক্তে রঞ্জিত হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠন এবং এসব সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে সৃষ্ট ছাত্র সংঘর্ষের কারণে। স্বাধীনতা উত্তর এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া ছাত্র সংঘর্ষে নিহত হয়েছে ১৩ জন ছাত্র এবং মারাত্মক আহত ও শিক্ষাজীবন নষ্ট হয়েছে প্রায় কয়েক শতাধিক ছাত্রের। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থেকেছে প্রায় ৪/৫ বছর। কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো হত্যাকাণ্ডেরই বিচার হয়েছে বলে জানা যায়নি।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বশেষ বেদনাদায়ক হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে গত ২৩ নভেম্বর সন্ধ্যায়। ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করলে প্রতিপক্ষের সন্ত্রাসীরা পূর্বপরিকল্পিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেশিয়ামের সামনে মোটরসাইকেল আরোহী ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক ও বাকসুর সাবেক মিলনায়তন সম্পাদক রেজাউল করিম হাসুকে গুলি করে হত্যা করে। রেজাউল করিম হাসু ৬ বছর বয়সী এক পুত্র সন্তানের জনক ও বিএসসি এজি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং তার এ বছরের ডিসেম্বরে এমএস কোর্সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার কথা ছিল। ছাত্রনেতা হাসুর মৃত্যুতে ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের দুগ্রুপের গোলাগুলিতে আহত হয়েছে বেশ কয়েকজন সাধারণ ছাত্র।

স্বাধীনতা উত্তরকালে কর্মচারী-শিক্ষক-ছাত্র সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে রঞ্জিত নামে এক ছাত্র নিহত হয়েছিল। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় ১ মাস বন্ধ ছিল এবং এ থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয়েছিল হত্যা ও সন্ত্রাসের রাজনীতি।

এরপর ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সমর্থিত প্যানেল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদে (বাকসু) পূর্ণ প্যানেলে বিজয়ী হয়। সে সময় বাকসুর তিন নেতা শওকত, ওয়ালী ও মোহসীন এবং আগের দিন জাতীয়তবাদী ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক বীরপ্রতীক এ টি এম খালিদ প্রতিপক্ষের সন্ত্রাসীদের নির্মম নির্যাতন ও গুলিতে নিহত হন। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র রাজনীতি কুলষিত হয়, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায় ৫ মাসের জন্য।

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রাতে এরশাদ ক্ষমতাসীন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। সে সময় এরশাদ সমর্থিত নতুন বাংলা ছাত্র সমাজের নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র, প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংগঠনের নেতাকর্মীদের একাধিকবার পিটিয়ে মারাত্মক আহত করে। ১৯৮৩ সালের ১ মার্চ প্রোক্টরসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সশস্ত্র পুলিশ ও বিডিআর কর্তৃক লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভয়াবহ সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছিল।

এরপরের হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে ১৯৯৩ সালের ২৪ জানুয়ারি ছাত্রদলের আধিপত্য বিস্তার ও আভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে। পশুপালন অনুষদের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছাত্রদল কর্মী রেজাউর রহমান সবুজ প্রতিপক্ষের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধ চলাকালীন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ইসলামি ছাত্র শিবিরের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছিল সকল সংগঠন কর্তৃক। পরে ১৯৯৪ সালে ছাত্রদলের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে সুযোগ বুঝে শিবির তাদের সাংগঠনিক ও প্রচার কাজ চালাতে থাকে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের সঙ্গে শিবিরের সংঘর্ষ বাধে। শিবিরের ইন্ধনে সে সময় কর্মচারীদের সঙ্গে ছাত্রদেরও সংঘর্ষ বাধে এবং 'গাজী' নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মচারীপুত্র- কলেজ ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। শিবির ক্যাম্পাস থেকে পুনরায় বিতাড়িত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৫ সালে আবার ছাত্রদলের ডিপি চঞ্চল ও জিএস তোফাকে নিয়ে গ্রুপিং চরম আকার ধারণ করলে এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে ছাত্র শিবির পুনঃ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। ১৯৯৫ সালের ১. ও ১৬ ডিসেম্বর ইসলামি ছাত্র শিবি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহজালাল হল, জামাল হোসেন হল ও ঈশা খাঁ হলে উত্তেজনাকর স্লোগান দিলে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধে যায়। সে সময় মূল নেতৃত্বে ছিল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে সে সময় কমপক্ষে চার জন শিবির কর্মী নিহত হয়। নিহত শিবির কর্মীরা হচ্ছেন আলাদ্দিন, শওকত হোসেন তালুকদার, মঞ্জুরুল কবীর, হাসান জহির ওলিয়ার।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হলে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। ছাত্রলীগ ছাত্রদলকে বিতাড়িত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল দখল করে নেয়। ১৯৯৬ সালের ৯ নভেম্বর ক্যাম্পাসের কো-অপারেটিভ মার্কেটে সন্ত্রাসী বন্দুকধারীদের গুলিতে নিহত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কামাল ও রনজিত্‌। সে সময় ছাত্রলীগ নেতা মজনু মিয়া বাদী হয়ে এ হত্যাকাণ্ডের জন্য ছাত্রদল নেতৃবৃন্দকে দায়ী করে থানায় মামলা দায়ের করে। তবে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ বারবার এ হত্যাকাণ্ডের দায় অস্বীকার করে আসছিল।

১৯৯৬ সালের ৯ নভেম্বরে পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করে ছাত্রলীগ। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ছাত্রলীগ নিজেদের মধ্যে বহুবার সংঘর্ষে লিপ্ত হলেও বড়ো ধরনের কোনো সংঘর্ষ তাদের আমলে ঘটেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বর গত ৫ বছর রক্তে রঞ্জিত হয়নি কোনো নিরীহ ছাত্রের রক্তে।

অবশেষে ২০০১ সালের ১ অক্টোবর জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ব্যাপক ভরাডুবি হলে ঐ দিন রাতেই ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ হল ছেড়ে দেয়। ফলে বিনা বাধায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল হলসমূহ দখল করে নেয়। ছাত্রদল কর্তৃক হলসমূহ দখলের পর পরই শুরু হয়ে যায় নিজেদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের সংগ্রাম। ক্যাম্পাস বিভক্ত হয়ে যায় দুই ভাগে — রেল লাইনের পূর্বপার্শ্ব ও পশ্চিম পার্শ্ব। রেল লাইনের পূর্বে রয়েছে ছয়টি হল (ঈশা খাঁ হল, জামাল হোসেন, শাহজালাল, আশরাফুল হক, নাজমুল আহসান, শামসুল হক হল) এ ছয়টি হলের পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করে ছাত্রদলের সভাপতি এস এম খালিদ এবং রেল লাইনের পশ্চিমের তিনটি হল (সোহরাওয়ার্দী, ফজলুল হক, বঙ্গবন্ধু হল)-এর কর্তৃত্ব নেয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক শাহাদত হোসেন বিপ্লব ও সাবেক আহ্বায়ক রেজাউল করিম হাসু। ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক রেজাউল করিম হাসু ও সাধারণ সম্পাদক শাহাদত হোসেন বিপ্লবের সঙ্গে প্রাধান্য বিস্তার নিয়ে শুরুতেই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। গত ২৩ নভেম্বর পূর্ব থেকে ওতপেতে থাকা অজ্ঞাত পরিচয় সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয় ছাত্রদল নেতা রেজাউল করিম হাসু। ক্যাম্পাস আবার রঞ্জিত হলো রক্তে।